চিরকুট

BANGLADARSHAN.COM

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

আছি বেশ, গৃহপালিত জীবনে দিচ্ছে হানা
উপবাসী অপমৃত্যু, তবুও মিলিত আশা–
অনাগত কোনো দিনের দুপাশে মেলেছে ডানা,
তাই নিয়মিত সভায় মিছিলে যাওয়া আসা।
আমাতে বন্ধু পায় হরতালী কারখানা,
চোখে আগ্নেয় বিশ্বাস, গ্রামে জাগছে চাষা,
লড়াই চলছে দূর দেশে, তবু তার আওয়াজ
শুনছি ভিক্ষাভাণ্ডে এখানে; লাগে অবাক
মাঠে নিধিরাম সর্দারদের কুচকাওয়াজ।
দুর্বল স্মৃতি, বীররসে তাই কাঁপে ব্যারাক,
প্রেত পল্টন, জালিয়ানবাগ প্রয়াগ আজ,
স্বরাজে সেলামী মিলবে: প্রভুরা পেটায় ঢাক।
অধুনা সরষ ঘুষ জিভে, অহো! বন্ধবাক্॥

BANGLADARSHAN.COM

কাব্যজিজ্ঞাসা

১

সেদিনকার শাণিত ধার হারিয়েছি
হৃদয়ে শুধু স্মৃতির ভার, ভিড় শুধু
বেড়াই ঘুরে পাড়ায় আপন খুশিমত
লঘু মেঘের মতন তনু মেলে যদি।

জন্মে আর জীবনে আর তৃপ্তি নেই
মরণে মধুসমাপ্তির ক্ষীণ আশা
সকলি মানি অলীক এই গ্রহলোকে
ইন্দ্রিয়ের ধাঁধায় বাঁধা শরীর মন।

নিরুদ্দেশে আকাশে বৃথা খুঁজি বাসা
আলোর কোনো চিহ্ন নেই চরাচরে
দিনের ভাঙা সেতুর শেষে পরপারে
সূর্য গেল,—মুখর ফের পান্থনীড়।

BANGLADARSHAN.COM

২

নিজেই নিজের ছায়ার পাশে
চমকালে মিছে, নিজেকে চিনে
নামা ও বলগা পিপাসু ঘাসে,
রুক্ষ মাটিতে, মেঘলা দিনে
শুধুই ধুম্র ইচ্ছাধীনে
কতকাল মেঘ আকাশে ভাসে?
তাই বিষণ্ণ তোমাকে দেখে
হঠাৎ পেলাম ইশারা কোনো
হালকা-স্বভাব হৃদয় থেকে,
হে দিগ্‌ভ্রান্ত, আজকে শোনো
তোমাকে সঁপেছি শরীর মনও
সেদিন চোখের মুকুরে রেখে,
ঘরছাড়া মন তোমার, কবে
চকিতে নিখোঁজ পালাবে মাঠে

–তাই শঙ্কিত হৃদয়, তবে
দয়ালু বিধিও সঙ্গে হাঁটে।
যদি কিছুকাল যুগলে কাটে
ঘরমুখো মন তবেই হবে,
হে দিগ্‌ভ্রান্ত, আমি তো বুঝি–
তোমার জটিল হারানো পথে
বাতি যে ধরবো সেটুকু পুঁজি
আলেয়ার নেই। আমার মতে,
এসো আজ এই জটিল পথে
ঠিকানা বদ্‌লে প্রণয় খুঁজি।

৩

ভেঙেছে সংসার স্বর্গ; কণ্টকিত স্বপ্নের বিছানা,
পাঠালো নিষ্ঠুর সূর্য গলিত মৃত্যুর পরোয়ানা
আমাদের মোমের টুপিতে।
ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয় আকাশের সুনীল বিষয়,
উদার সমুদ্র ডাকে–
ঢেউয়ের ইশারা গিলি অন্ধকার গলির রোয়াকে,
হাতে হ্রস্ব জীবনের জরিপের ফিতে।
ছড়ানো দৃশ্যের মধ্যে কিছু নিয়ে কাব্যের জগৎ
বচনা করার ইচ্ছা ছিল বটে, ভেঙেছি শপথ–
বৃত্তি আজ একান্ত বিবাদী,
মনে মনে উড্ডীন আকাশে বাসা বাঁধি,
কেবলি নিষ্ফল বাদ্য ছিদ্রময় ঢাকে
পুরানো অভ্যাসবশে চিরুনীর পণ্ডশ্রম টাকে,
তবুও তোমার কাছে ঋণী
একদা আমার এই একচক্ষু হৃদয়হরিণী,
তোমার উষ্ণতা দিল বাষ্পময় আমাকে শরীর
উচ্ছল পর্বতগাত্রে ধর্ম তাই উদ্দাম নদীর
তবুও তুষারচক্রে পিঠে এ কী জরাগ্রস্ত কুঁজ–
দূরে দেয় হাতছানি সঙ্ঘবদ্ধ মাঠের সবুজ,

BANGLADARSHAN.COM

ছত্রভঙ্গ রৌদ্র হয় ফিকে
উদ্যত সঙীন দিকে দিকে।

৪

জাগুন জাগুন পাড়ায় আগুন
বাড়ে হুহু
মগজে প্রভূত দম্ভ তবু তো
আহা উহু।
মনের মহল দিচ্ছে টহল
মিঠে কুহু
এখনো জাগুন পাড়ায় আগুন
বাড়ে হুহু।

৫

ভাঙলো চিবুক-ঠেকানো হাতের নিদ্রা–
বাগানে শুকনো কঙ্কালসার বৃক্ষ,
খিড়কির পথে পালাবে কি কলাবিৎরা?
–গ্রামে ও নগরে ভিড় করে দুর্ভিক্ষ।
হৃদয়বিহীন সময়ের দুর্বৃত্ত
তোমার আমার মধ্যে দাঁড়ালো আজ যে,
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নেয় আজ ভীরু চিত্ত
কাপুরুষ ভয় আনবো না মোটে গ্রাহ্যে,
বুঝেছি দগ্ধ জীবনের দৃষ্টান্তে–
প্রাণ বাঁচানোর নেইকো সহজ পন্থা,
বজ্রমুঠিতে শৃঙ্খল হবে ভাঙতে,
আমাদের ফাঁকা ভাঁড়ার প্রেমের হন্তা,
বিদায়! অলীক স্বপ্নের প্রজাপুঞ্জ!
বিদায়! চাঁদের নিরুদ্দিষ্ট কুঞ্জ!

৬

বাতাস পিঠে চাবুক হানে আকাশ আনে বজ্র
শান্তি করে ফুঁকেছে শিঙে–বেজায় ঢিমে কান তো
শহরে, গ্রামে, নিকটে, দূরে নানান সুরে শুনছি–

BANGLADARSHAN.COM

পেয়েছি তার খানিক বস, খানিক অস্পষ্ট
“একলা নই, মিলিত হাত আজ আঘাত হানবে।
মুক্তিদাতা মজুর চাষা–নতুন আশা সামনে।
চলো না করি মিছিলে মিশি–অসৎ ঋষিসঙ্গ
পতনে পথ করেছে ঢালু, গড়েছে বালু সৌধ,
আমরা দেব বোবাকে ধ্বনি, খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ
লক্ষ বুকে বয়েছে খনি, কুঁড়িতে ঢাকা গন্ধ।
আমরা নই প্রলয় ঝড় অন্ধ॥”

BANGLADARSHAN.COM

গ্রাম্য

শুনেছি একদা সোনালি ধানে
আকাশ তপ্ত সূর্য আনে,
বিকালে হালকা হাওয়ার নাচে
হৃদয়ে স্ফূর্তি হয় ছোঁয়াছে।

সম্প্রতি গ্রামে আছি, কোথাও
প্রাণোৎসবের নেই নিশানা
উপবাসী চাষা, ধান উধাও
মহাজনদের পন্থা জানা।

আঁকাবাঁকা পথে দেখছি রোজ
পান্থ জনের লটবহর,
পথে ভিক্ষায় চলেছে ভোজ
চোখে চিত্রিত দূর শহর।

BANGLADARSHAN.COM

শ্মশানে হৃদয় বিলানো বৃথা
মাথা সামলানো দায় যে, মিতা
তার চেয়ে এসো ধরি কুঠার
শত্রু পরখ করুক ধার॥

চিরকুট

শতকোটি প্রণামান্তে
হুজুরে নিবেদন এই–
মাপ করবেন খাজনা এ-সন
ছিটেফোঁটাও ধান নেই।

মাঠে মাঠে কপাল ফাটে
দৃষ্টি চলে যতদূর
খাল শুক্‌নো, বিল শুক্‌নো
চোখে লোনা সমুদ্দুর।

হাত পাতবে কার কাছে কে
গাঁয়ে সবার দশা এক
তিন সন্ধ্যে উপোস দিয়ে
খাচ্ছি ক'দিন বুনোশাক।

BANGLADARSHAN.COM

পরনে যা আছে তাতে
ঢাকে না কো লজ্জা
ঘটি বাটি বেচেছি সব–
নিজের বলতে ছিল যা।

এ দুর্দিনে পাওনা আদায়
বন্ধ রাখুন, মহারাজ
ভিটেতে হাত না দেয় যেন
পাইক-বরকন্দাজ।

হাজারখানেক প্রজা আছি
আমরা এই মৌজায়
সবাই মিলে ঠিক করেছি
কেমন ক'রে বাঁচা যায়।

পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
কে খাজনা শুধবে?
হুজুর এবার না বাঁচালে
আগুন জ্বলে উঠবে॥

BANGLADARSHAN.COM

গ্রামে

সকালসন্ধ্যা গড়াগড়ি দিই গাছতলাতে
পাথর এ প্রাণ তবুও গলে না বৃষ্টি, তাতে
গৃহে গঞ্জনা, প্রকৃতিকে ভালোবাসছি তাই–
ভাবালু বাতাস আদৌ সয় না শহুরে ধাতে,
কাজ মেলেনিকো, গ্রামে বসে কষে তুলছি হাই,
আসে বসন্ত, অন্তরে দাবদাহের ছাই।

যেখানে ধাঁধার মত অলিগলি টানে জনতা,
কর্মখালির আশাতে হাঁটুর কাটে জড়তা,
যেখানে মিলের গাঁথুনি আকাশে হাত বাড়ায়–
সেখানে ফুরালো গরীব গ্রাম্যজনের কথা।
অশরীরী সাধ ভূতপূর্বেই আজো বেড়ায়,
ঢিমে এ জীবন তড়িৎ গতির চমক চায়।

BANGLADARSHAN.COM

জমিজমা গেছে, শেষে বন্ধক থালা-বাসন,
উপবাসে দেখি একে একে মরে আপনজন।
বাল্যবন্ধু ছিল যারা, গেছে নিরুদ্দেশে–
অখ্যাত ফুল রাস্তা ঢেকেছে, ঝরে শ্রাবণ,
স্মৃতির জাবর কাটতে একলা আমি এদেশে,
পালাবার পথ বন্ধ, প্লাবনে যাচ্ছি ভেসে॥

সীমান্তের চিঠি

তোমাকে ভুলি নি আমি
তুমি যেন ভুলো না আমায়।
তোমার সহস্র চোখ
চেয়ে আছে তারায় তারায়।

পর্বত দাঁড়ায় পাশে
অগ্নিবর্ণ বনের সবুজ,
–এখানে প্রস্তুত আমি,
প্রতিশ্রুত আমার পৌরুষ।

তোমরা অক্লান্তকর্মী মাঠে মাঠে,
তোমাদের হাতের ফসল
ক্ষুধিত মজ্জায় মেশে–
আমাদের বাড়ায় কদম।
শত্রুর শিবিরে হানি
তোমার হাতের বজ্র।

শৃঙ্খল ভাঙার ডাক দিকে দিকে
এখানে আমার মনে
জ্বলে অনুকম্পাহীন ঘৃণা।
শত্রুর জ্বলন্ত চোখে দেখি
জীবনদক্ষিণা॥

BANGLADARSHAN.COM

এই আশ্বিনে

পথের দুদিকে বাসা
বেঁধেছে কঙ্কাল;
গ্রাম করে খাঁ খাঁ–
শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে
ভগ্নদূত শাঁখা।

রক্তচোষা দিগ্বিজয়ে ফেরে–
বন্দরে বাজায় ডঙ্কা
চরাচর মৃত্যুজালে ঘেরে।
চোখে তার অনুর্বর
অন্ধকার ঢাকা
গায়ে তার শবগন্ধ,
পদতল চিতাভস্মে রাখা।

BANGLADARSHAN.COM

উপবাসরুক্ষ হাড়ে
শিহরিত বজ্র কান পাতে।
উন্মত্ত বন্যার স্তম্ভ ফাঁপে
রুষ্ট কৃষ্ণ মেঘে কাঁপে
কটাক্ষের স্খলিত বিদ্যুৎ,
পৃথিবী প্রস্তুত।

দিকে দিকে জয়োদ্ধত
জীবনের উদ্দাম ঘোষণা।
দুহাতে ছড়ায় সূর্য
প্রাচুর্যের মুঠো মুঠো সোনা।

রোমাঞ্চিত মাঠে মাঠে
ফেটে পড়ে
আশ্বিনের আশ্বর্য সকাল
পুলকিত অরণ্যের

মন্ত্রমুগ্ধ নীলাক্রান্ত পাখি
নিরুদ্দিষ্ট শূন্যে পাখা মেলে

অবরুদ্ধ তরুশাখা
চঞ্চল হাওয়ায় মাথা কোটে।
দুরন্ত মনের ইচ্ছা
আরক্তিম ফুল হয়ে ফোটে।

মরাগাঙে কলোচ্ছ্বাসে
নেমে আসে অস্থির জোয়ার।
করাঘাতে খুলে যায়
জীবনের রুদ্ধ সিংহদ্বার।

আগত দিনের স্বপ্ন
সূর্যের ললাটে
আদিগন্ত চষে-ফেলা মাঠে
আগন্তুক অঙ্কুরিত পদচিহ্ন আঁকে।
অরণ্যের ডালে ডালে
বাজুবন্ধে বেঁধে দেয় পর্ণচূড় রাখী
আলাপে মুখর হয় পাখি।

পরাক্রান্ত শত্রু আছে,
মুখোশের অন্তরালে শানায় সে নখ,
জীবন যাত্রার পথে হানে সে কণ্টক,
পায়ে তার মৃত্যু বাঁধা
লোভ তার বাঁধানো সড়ক।

ক্ষমা নেই–
শোকাকুল সন্ধ্যাকাশে মোছা
এয়োতির আরাধ্য সিঁদুর।
কাঁধে কাঁধ সান্নিধ্যে দাঁড়াও,
হাতে হাতে বজ্র হানো
ভূকম্পিত বিস্ফোরণে চাও
–শৃঙ্খলের কলঙ্কমোচন।

BANGLADARSHAN.COM

স্বাগত

গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে–
শূন্য ঘর, শূন্য গোলা,
ধানবোনা জমি আছে পড়ে।
শুকানো তুলসীর মঞ্চে
নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে,
আগাছায় ভরেছে উঠোন।
সূর্য পাটে বসেছে কখন।
রাখালের দেখা নেই–
কোথাও গরুর পাল ওড়ায় না ধুলো,
ঢেঁকিতে ওঠে না পাড়,
একটি কলসীও জল ওঠায় না ঘাটে।
বুনোঘাসে পথ ঢাকে,
বিনা শাঁখে সন্ধ্যা হয়,
সূর্য বসে পাটে।
তাঁতি তাঁত বোনে নাকো,
কলু আর ঘোরায় না ঘানি,
কুমোরের ঘরে চাবি,
ঝাঁপ বন্ধ, নিরুদ্দেশ হয়েছে দোকানী,
হাতুড়ি বিকিয়ে হাটে
ভস্ম মেখে পড়ে থাকে বেকার হাপর।
যে পথে কামার গেছে
কে জানে সে পথের খবর?
শীতের আমেজ আসে,
জ্বলে না আগুন চণ্ডীমণ্ডপের কোলে।
হাতে হাতে ঘোরে নাকো হুঁকো
চুলোচুলি হয় নাকো মোড়লে মোড়লে।
নিশুতি রাত্রিতে কারো
চৌকি শুনে কুকুর ডাকে না,

BANGLADARSHAN.COM

দিগন্তের বনস্পতি হাত নাড়ে,
মাঠের সোনালি ধান গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ে।
দুচোখে প্রতীক্ষা তার,
স্বপ্ন তাকে করাঘাত করে।
ওঠে ডাক শহরে শহরে।
রাস্তার শ্মশানে থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে
মাঠের ফসল দিন গোনে।
প্রতিজ্ঞাকঠিন হাতে
একে একে তারা সব
চোখের শোকাশ্রু মুছে ভাবে–
ঘরে ঘরে নবান্ন পাঠাবে।
পথে পথে পদশব্দ ওঠে,
নদী করে সম্ভাষণ, পাখি করে গান
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধনেত্রে
ধান আর ধান॥

BANGLADARSHAN.COM

স্বাক্ষর

নির্মেঘ আকাশে এক রক্তাক্ত সমরে
অন্ধকার ধুঁকে ধুঁকে মরে।
এখনো ওঠে নি সূর্য, রুক্ষ কাক ডাকে,
পথের ঘুমন্ত স্রোত ওঠে।
সঙ্গীচ্যুত পড়ে থাকে
জীবনস্পন্দনশূন্য নিশ্চল শরীর।
চোখে তীব্র অভিযোগ,
ভিক্ষাপাত্রে দুটি হাত স্থির,
ঠোঁটে তার বিস্ফারিত ক্ষুধিত আত্মার
কঠিন দন্তুর অভিশাপ।

শোকাশ্রু ঝরে না কারো,
উচ্চারিত হয় না বিলাপ,
পাশে শুধু অট্ট হাসে
লোভাতুর জন্তুর ভ্রূকুটি,
বাৎসল্য নিহত, প্রেম পরাভূত–
দম্ভ কুটি কুটি।
ছিন্নভিন্ন উদ্বাস্তু সংসার
মর্মন্তুদ এ দগ্ধ মেদিনী।

মনে হয় চিনি
উৎকর্ণ ফসল বার বার
শুনেছিল ওর পদধ্বনি।
চোখে ওর ছিল এক আগন্তুক দিনের উচ্ছ্বাস।
হাতে ওর ছিল বিশ্ব ঐশ্বর্যের খনি–
বুকে ছিল বিপুল বিশ্বাস,
ওর কাছে ঋণগ্রস্ত আমার ধমনী।

শূন্য পেটে নেমে আসে
ছায়াচ্ছন্ন নিপুণ শৃঙ্খল,

BANGLADARSHAN.COM

চেতনা হয়েছে আজ ক্রমেই দুর্বল,
প্রকাশ্য আলোয় দেখি–
দরদীর ছদ্মবেশ ধরে
শত্রুর দালাল,
গোপনে আটক রাখে অন্ধকার ঘরে
লক্ষ মণ চাল,
অন্য হাতে অগ্নিগর্ভ প্রবোচনা।
নিমেষ আকাশ, ঐ আসে।
অরক্ষিত রথচক্র,
স্খলিত বজ্রের নিচে
শতাব্দীর দেশগর্ব সর্বনাশে কাঁপে।
হত্যাকারী হাসে।
অস্থির আঙুলে দিন গোণে
পায়ে তার লুণ্ঠিত শ্মশান,

BANGLADARSHAN.COM

জানি তবু জয়োদ্ধত মুক্তির নিশান,
আন্দোলিত জনস্রোত প্রবল প্রতাপে
নিজের মুঠিতে আজ নিয়তিকে টানে।
সম্মিলিত হাত তুলে আনে
উন্মুক্ত আলোয় অন্ধ ঘরের ফসল।
দৃঢ়পণ প্রতিরোধে, নিরন্নের ত্রাণে
ছুটে আসে সেবাপ্রাণ বাহু।
মাঠে মাঠে ক্লান্তি নেই, অসংখ্য লাঙল
নবান্নকে ডাকে।
যদিও সম্মুখে ঝড়
কণ্টকিত আসে বিপর্যয়,
তবু জানি আমাদের জয়,
অমর প্রতিজ্ঞাপত্রে রাখি সেই দিনের স্বাক্ষর॥

আহ্বান

সীমান্তে উদ্যত খড়্গ
নিরস্ত্র দেশের বুকে অগ্নি জ্বালে প্রভুত্বের মদমত্ত বুট।
ঐক্যবদ্ধ জনতার হুংকৃত জোয়ারে
অহংকৃত মুখের চুরুট–
চোখের পলকে ভেসে যাবে।
আমাদের মুষ্টিবদ্ধ হাতের জবাবে
মুক্তির দেয়াল দেবে দৃপ্ত প্রতিরোধ,
দৃষ্টি কালো কুয়াশায় হয়েছে দুর্বোধ–
শতাব্দীসঞ্চিত ঘৃণা খাকির পোশাকে, স্টীল হেলমেটের গায়
আস্তিন বাগায়।
ঋণগ্রস্ত চাষীদের ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ যোগালো
বিষম বিক্ষোভ, তাই
লাঙলে কাটে না মাটি দুর্বল দুহাতে শ্লথ মুঠি।
বস্তির গলিত প্রান্তে ওঠে হাঁই–
অসহায় জীর্ণ ঘরে উপবাসী মৃত্যুর ভ্রূকুটি।
কোটি কণ্ঠে গান স্তব্ধ; নিরুদ্যম, নিস্তেজ ধমনী–
অবরুদ্ধ ক্ষমতার খনি,
এখনো নিষ্ক্রিয় বসে আছো?
নিদ্রিত বন্ধুকে ডাকো, রক্তে তার জ্বলুক আগুন;
শৃঙ্খলিত সেনাপতি, শূন্য আজ তূণ॥

BANGLADARSHAN.COM

চলচ্চিত্র

রুল ব্রিটানিয়া

পার্কে দোঁহে বসেছিলাম ঘাসে
খাঁচার পাখি কাছেই ছিল বাঁধা,
হাওয়াই রথ হঠাৎ দিল হানা
অগ্নিবাণ ছড়ালো চারপাশে।
প্রভু, সবই তো লীলা তোমার, তাই–
আকাশে বুঝি এমন রোশনাই!
বীর হৃদয়, লাগলো তবু ধাঁধা॥

নগররক্ষা

দেশরক্ষায় অধুনা মত্ত মন,
ভাঁজি বেপরোয়া হাওয়ার ভারী মুগুর।
শত্রু কখন আসবে হে জনগণ,
ভেবে ভেবে ঘুম করছি নামঞ্জুর

BANGLADARSHAN.COM

নাম রটে গেছে নিধিরাম সর্দার
বাজারে চলতি দেশসেবার এ হাল
স্বয়ং পুলিশ কর্তা, কেয়ার কার?
সময় আসলে মিলে যাবে তরোয়াল

কতকাল বল অলীক আশায় মাতি
(সেই সূত্রেই ছেড়েছি চরকা, খাদি)
নগররক্ষা পাছে স্রেফ হয় মাটি
ঝাড়ুদারদের লড়াইতে বাদ সাধি।
ইতিমধ্যেই মিলেছে কিন্তু লাঠি॥

গ্রীনরুমে

বিয়োগান্তক নাট্য। বিদায় সর্দার।
অহিংসার ট্রেডমার্কা অচল এবার।
দেশভক্তি আমাদের সওদাগরী চাল
(সর্বত্র সশস্ত্র কিন্তু দলবদ্ধ লাল)

ভারতবর্ষে স্ফূর্তি নেই। বাকি সব দেশে
প্রজারাই মরে, বেনে ব্যাঙ্ক ভবে ঠেসে
কেবল অভাগ্য আমরা। লড়াই পালিয়ে
দিল্লী আর সিমলা করি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে।
প্রতীক্ষা বিফল। জানি, যা হবে হবার,
এবার করতেই হবে এস্পার ওস্পার।
বাহবা, যথার্থ স্বচ্ছ তোমার প্রস্তাব–
ততক্ষণ প্রভুদের দেখি হাব ভাব,
পুনশ্চ প্রার্থনা এই রাখি, অতঃপর
আমার অহিংস ছাগে দিও না নজর॥

BANGLADARSHAN.COM

শত্রু

সূর্য অস্ত যায় না এমন রাজ্যে–
(সম্প্রতি বুঝি টলায়মান সে-ভিত্তি)
প্রায়োপবেশন দৈনন্দিন কাজ যে।

না চেয়ে বরাতে জুটেছে বেকারবৃত্তি
দুরদৃষ্টকে আনি না আদৌ গ্রাহ্যে,
স্মরণে জাবর কাটছে পুরানো কীর্তি।

চিনেছি শত্রু, রয়েছি প্রভুর পক্ষে
(নতুবা শাসন চলতো ভগ্ন স্বাস্থ্যে)
খাদ্যখাদক কোলাকুলি করি সখ্যে!

গতিবিধি বাঁধো বেড়াজালে উদয়াস্তে
বাঁচবেই গণতন্ত্র এই যা রক্ষে
যুদ্ধের ধার শুধবে হাতুড়ি কাস্তে

সাবধান! যারা চাইবে বক্র হাস্‌তে॥

BANGLADARSHAN.COM

জনযুদ্ধের গান

বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ,
রুখবো দস্যুদলকে আজ,
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।

এদেশ কাড়তে যেই আসুক
আমরা সাহসে বেঁধেছি বুক,
তৈরী এখানে কড়া চাবুক,
চলছে কুচকাওয়াজ।

একলা তবু তো পাঁচ বছর
চীনের গেরিলা লড়ছে জোর,
তাই তো শহরে, গ্রামে কবর,
পাচ্ছে জাপ বহর।

BANGLADARSHAN.COM

আমরা নই তো ভীরুর জাত
দেব না কো হতে দেশ বেহাত,
আজকে না যদি হানি আঘাত
দুষবে ভাবী সমাজ॥

প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার

নিষ্ঠুর কালের মুঠি–
ভেঙেছে ঘটনাচক্রে ছত্রপতি মন্ত্রীর ফিকির
একে একে কুচক্রান্ত, মিউনিকের নিভেছে দেউটি,
ব্যর্থ সব দুধকলা, কালসর্প হয়েছে করাল,
অবশেষে রাজ্য-বানচাল।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ, (কারণ তারা তো জানতো
আঠারো ঘা লাল বাঘা ছুঁলে)
এদিকে বেড়েছে বৈরী কলির গোকুলে।
শকুনির নখরে নখরে
উন্মত্ত হিংসায় লুব্ধ লালা ঝরে।
ক্রমে তার আত্মঘাতী লোভ
বিপ্লবের রক্তিম ভূগোলে
বিস্ফোরক রূপসজ্জা খোলে।
আকাশে সমুদ্রে স্থলপথে
থরো থরো শোভাযাত্রা উলঙ্গ মৃত্যুর,
অরণ্যপর্বত শোনে রণচণ্ডী সাঁজোয়ার নহবতে আজ
আদিম গুহার সুর।
সারি সারি ট্যাঙ্ক আর চাকার ক্রেংকর,
পর্ণচূড় হেলমেটের গায়
উজ্জ্বল সূর্যের আলো জ্যোৎস্নাও ঠিকরায়।
কর্কশ হ্রেষায় ওঠে একদিকে হিংস্র গর্জন–
অপহরণের পেশা নির্বোধ দস্যুর নেশা
চোখে অন্ধকার ঠেকে আপন দেশের গুপ্তধন।
আর এক দিগন্তে জ্বলে ঘৃণার শাণিত প্রতিরোধ–
পদতলে স্খলিত শৃঙ্খল,
ঘরে ঘরে ফসলের নবান্ন উচ্ছল–
সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের নক্ষত্র খচিত সমারোহ
মুক্তির প্রহরী আজ।

BANGLADARSHAN.COM

এ হাতে শৃঙ্খল দুঃসহ,
গেরিলাও লাগায় চমক–
বন্দরে, বাজারে, গোঠে সূচিমুখ বর্শার ফলক।
প্রতিধ্বনি ওঠে দেশে দেশে–
শ্রমিক, কৃষাণ, ছাত্র তরঙ্গিত সৈন্যদলে মেশে,
ছায়া ফেলে দুষ্টগ্রহ খনিতে খামারে–
সাম্রাজ্য ছড়াবে।
দিকে দিকে মৃত্যুপণ অঙ্গাকারে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত আর যে
শকুনিচক্রের বুক কাঁপে।
অচিরেই ভেঙে যাবে শত্রুর আচ্ছন্ন দেশে কুম্ভকর্ণ ঘুম–
সঙ্ঘবদ্ধ জনতার ক্ষিপ্র জাগরণ
ছিঁড়ে দেবে শয়তানের আকাশকুসুম
হেড্রিকের হত্যাকাণ্ডে সেদিনের দ্বারোদঘাটন।
এখানেও তাই আজ প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার,
গড়ে তুলি দুর্জয় প্রাকার,
সম্মুখ সমরে লাল পল্টনের খুন
মুক্তির পদাঙ্ক রাখে।
আত্মোৎসর্গের সেই পবিত্র আগুন
আমাদের রক্তে এসে লাগে, চট্টগ্রাম জানে তার ভাষা,
বিশাখাপত্তন জ্বলে! (ভাঙে খাল কেটে বাজীমাতের দুরাশা?
–ইতিহাস পথ নিলো কুটিল পদ্মার বাঁকে বাকে,
বারুদে জোয়ার লাগে, পীতাঙ্গে গোঁযার বান ডাকে–
এশিয়ার সূর্য ওঠে দোর্দণ্ডপ্রতাপ।
আর্তনাদ করে নিচে অগণিত প্রজাপুঞ্জ;
লুণ্ঠিত খামার, বন্ধ বাক্যালাপ, ভূলুণ্ঠিত গাছের গোলাপ–
মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়ার প্রাণ যায় যায়,
মালয়, বর্মার ভাগ্যে পরাভব;
বিশ্বাসঘাতক প্রভু নিয়েছে বিদায়।
জাগ্রত চল্লিশকোটি এখানে তৈয়ার।
ধারালো সঙীন দেবে বিজয়ী স্বাক্ষর

BANGLADARSHAN.COM

গণশক্তি দিকে দিকে কেটে দেবে মৃত ধনতন্ত্রের কবর।
যে ক্লীব পালাবে তার মুক্তি নেই আর।
দুর্ভিক্ষ বেঁধেছে নীড়, তবু এই দধীচির হাড়
ধ্বংসের বন্যাকে বাঁধবে, খুলে দেবে মুক্তির দুয়ার–
প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার॥

BANGLADARSHAN.COM

চীন

শত্রুপক্ষ হার মানে।
বিধ্বস্ত চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে
ভূমিষ্ঠ নতুন শক্তি। জনতার দুরন্ত প্রতাপ–
বিভক্ত প্রবাহ মেলে;
ছত্রভঙ্গ পরাক্রান্ত জাপ।

গ্রামে গ্রামে
নগরে নগরে
গোলায় খামারে আর বাজারে বন্দরে
অরণ্যে পর্বতে জনবাহিনীর তরঙ্গিত ভিড়
–ওঠে আত্মরক্ষার প্রাচীর।
বজ্রের দাপট কণ্ঠে, বাহুতে পৌরুষ–
স্বপ্নে জাগে ছিন্নপত্র সংসারের ছবি,
চোখে জ্বলে বিপর্যস্ত উত্তরপুরুষ।

BANGLADARSHAN.COM

শৃঙ্খল দুহাতে দেবে?
–এখনো কোমরবন্ধে রয়েছে কার্তুজ।
কঠিন প্রতিজ্ঞা নেয় মাঠের সবুজ।
অতর্কিত গেরিলার উচ্চকণ্ঠ গানে
শত্রুর হৃৎকম্প জাগে; ভগ্নদূত দুঃসংবাদ আনে:
‘ফসলের সূচিমুখে দৃপ্ত বাধা, প্রতিবন্ধ চিম্‌নির হাঁ-মুখ।
অরণ্যের ডালে ডালে বর্ধিত চাবুক।’
হিংস্র পশু মাটি চায়–
এশিয়ার হবে দণ্ডধর।

হঠকারী আক্রমণ নিষ্ঠুর থাবায়।
সে লুব্ধ দুরাশা ভাঙে,
চীনের পল্টন আজ দুঃসাহসী খুঁড়েছে কবর।
শরীরে সঙীন ফোটে,
রক্তের ফোয়ারা ছোটে,

আকাশের নিচে ওঠে প্রতিধ্বনি:
‘এ দেশ আমার।’
শয়তানের দম্ভ ভাঙে, দিকে দিকে শাসানো তর্জনী।
দুর্জয় প্রাকার।

প্রতিরোধ! জনস্রোতে বিক্ষুব্ধ টাইফুন,
হাত তোলে বজ্রমুঠি,
বুকে খনিগভের আগুন।
ইতিহাস প্রতিশ্রুত; কাঁধে কাঁধ মিলিত জীবনে
ক্রান্তি দিন গোণে।

লুপ্ত আজ গৃহযুদ্ধ, বিভীষণ ব্যর্থমনে করেছে প্রস্থান।
সাবাস সিয়ান।
চিয়াঙের চোখে আজ অখণ্ড চীনের মৃত্যুপণ।

বিপ্লবের রক্তপথে জানি আসে উজ্জ্বল আগামী,
শয়তান যদিও আনে অনশন, দুঃখের প্লাবন–
হে চীন। তোমার পাশে আমি।

BANGLADARSHAN.COM

শত্রুপক্ষ হার মানে
বিজয়ী চীনের মৃতচিহ্নিত শ্মশানে।
সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুনের, পথে পথে রক্ত দেয় চীন–
ভূগোলে অবাধ আজ পদক্ষেপ সশস্ত্র মুক্তির,
মৈত্রীর সংকল্প নেয় সুতীক্ষ্ণ সঙীন।
অথর্ব নায়ক হবে গদিচ্যুত–
দ্রুতগতি ইতিহাস,
ক্রমেই কদম তার হয় যে অস্থির॥

স্টালিনগ্রাড

এমন কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখে নি কখনো
বসন্ত গলিতপত্র,
বাতাস বারুদগন্ধ, অন্ধকার বিদ্যুৎখচিত,
রৌদ্রালোকে লেগেছে গ্রহণ।
ছুটে আসে পঙ্গপাল শত্রুর জোয়ার
ট্যাঙ্ক, মৃত্যুঝলকিত কামান, সওয়ার।
লুব্ধ চোখ ঝলসায় আগুনে,
মাথায় স্খলিত বজ্র,
কঙ্কাল পরায় গ্রন্থি পায়ে।
বিশাল গম্বুজ ভাঙে;
দেখা দেয় দিগন্তে সবুজ।
প্রাণতুচ্ছ প্রতিজ্ঞায় লক্ষ লক্ষ রথী
দাঁড়ায় নগরদুর্গে।
দেশপ্রেম ধমনীতে, বিশ্ববোধ ধ্যানে,
ক্ষিপ্রগতি পরাক্রান্ত হাতের পরশু।
ফেরে লুব্ধ পশু,
মিটেছে রাজ্যের ক্ষুধা,
প্রাণ তার বিশ্বময় মৃত্যু-আতঙ্কিত,
স্টালিনগাডের মাটি রক্তে তার হয়েছে উর্বর,
তাই তো নদীর স্রোতে, অগ্নিদগ্ধ মাঠে
মৃত্যুহীন জীবনের উৎকীর্ণ অক্ষর॥

BANGLADARSHAN.COM

বর্ষশেষ

সূর্য বসে পাটে।
কঙ্কালবিক্ষিপ্ত খালে
দ্বারস্থ কবরে ঘর-জ্বালানো শ্মশানে
জনশূন্য হাটে মাঠে
সীমাহীন নিরুদ্দিষ্ট আলে
পিছনে মূর্ছিত পথ।
সম্মুখে দাঁড়ানো কোন ভবিষ্যৎ,
কোন্ প্রতিশ্রুতি?
হাতে দুঃখহরা কোন্ বিশল্যকরণী?
প্রেম আজ ভুলেছে শপথ
অনাবৃত লজ্জা ঢাকে অন্ধকার শুধু,
স্মৃতি হানে কাঁটার মুকুট,
দ্বিধা হতে চেয়েছে ধরণী।
নিথর নিশ্চল জল হারানো দীঘির
—ভারাক্রান্ত চোখে ঢেউ লাগে।
ভাগ্য আজ হয়েছে বধির।
পথে পথে ভগ্নস্তূপ,
চক্রবৎ ফিরেছে মড়ক।
দুয়ারে দুয়ারে বাঁধা যমদূত
মুহুর্মুহু কড়া যায় নেড়ে
রক্তলোভাতুর শিরা গন্ধে গন্ধে ফেরে।
দিশাহীন জীবনের গোলকধাঁধায়
দুমুঠো অন্নের মোহে
গ্রাম ছুটে চলেছে শহরে।
ভিটা শূন্য পড়ে,
আকাশের কণ্ঠরোধ করে পদধূলি।
ক্রূর অট্টহাসি খেলে
সওদাগরী ডিঙায় ডিঙায়।

BANGLADARSHAN.COM

রাখাল এখন দূর শহরের কুলি।
মাঠে মাঠে ধরেছে ফাটল,
আপন দর্পণে মুখ দেখে রসাতল।
পিছনে পাষাণবৎ অন্ধকার ভাঙে
সম্মুখে টলায়মান দেয়ালে দেয়ালে
মুষ্টিবদ্ধ হাত এসে লাগে।
আগে চলো, আগে–
তরঙ্গে তরঙ্গে বেগ
বজ্র দাঁতে কাটে মেঘ
অরণ্য বাড়ায় বাহু শিলাবৃষ্টিঝড়ে
কঠিন মাটিতে ক্রুদ্ধ পদশব্দ,
আগে চলো, আগে।
অন্তরীক্ষে গুরু গুরু প্রতিধ্বনি জাগে।
পর্বতের চোখে জাগে সাড়া–
আকণ্ঠ ধুমায় বহ্নি
ঠেলে ওঠে অনর্গল লাভা।
বেত্রাহত অন্ধকার শিহরায় ভয়ে–
আকাশে আকাশে ফোটে আরক্তিম আভা
লক্ষ কণ্ঠে হুঙ্কারিত জয়ে
অন্ধকার যবনিকা দুহাতে সরায়।
ওঠে সূর্য দেশে দেশে
রক্তপদচিহ্ন তার
দিক থেকে দিগন্তে গড়ায়॥

BANGLADARSHAN.COM

উজ্জীবন

“আমার প্রশংসায় কাজ নেই–
ধর্ম-অধর্মের অতীত
কার্যকারণ থেকে পৃথক
অতীত অনাগত বর্তমান থেকেও ভিন্ন
যা তুমি জানো,
আমাকে বলো।”
–যমের প্রতি নচিকেতা (কঠোপনিষদ)

যৌবনের পদপ্রান্তে যে কৈশোরের ছিন্নশির উপহার দেয়
বসন্তকে পুড়িয়ে মারে দাউ দাউ দাবাগ্নি শিখায়
যে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় স্বপ্নের দড়ি নাকে দিয়ে
বঞ্চনার অভিশপ্ত পথে,
পিচগলা প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্‌ঘর্ম করে
দুপায়ে শহুরে বর্ষার বন্যা ঠেলে ঠেলে
মহল্লা থেকে মহল্লায় যে ছুটিয়ে নিয়ে যায়,
যে তার শত্রুকে ফাঁসীতে না লটকিয়ে
অদৃশ্য উদ্বন্ধনের পাকে পাকে জড়ায়–
পথে পথে কঙ্কাল স্তূপীকৃত করে
বন্দুকের নলে জনসমুদ্রে আগুন ছড়িয়ে
একটি ফুটন্ত কিশোরের স্পর্শাতুর হৃদয়
উত্তেজনায় আর অসহ্য বেদনায় ছিন্নভিন্ন ক’রে
একটি কিশোরের আশ্চর্য কণ্ঠের কাকলি স্তব্ধ ক’রে দিয়ে
মাটির বুকে টেনে আনে এক ঝলক রক্ত
তারপর সমস্ত শরীর জুড়ে সাদা কাপড় বিছিয়ে
মৃত্যুর গুণকীর্তন করে–
সুকান্ত, তোমার সেই আততায়ীকে
পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়ে
তোমাকে বাঁচাবো॥

BANGLADARSHAN.COM

জবাব চাই

রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই
ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই।
লাখো লাখো হাত এক হলে বলো পরোয়া কাকে?
আমাদের দাবী কে রোখে, কে রোখে লাল ঝাণ্ডাকে?

শিকলে বেঁধেছো, হাত দিলে শেষে মুখের গ্রাসে
শয়তান, চাও ভাঙতে কলিজা গুলিতে গ্যাসে?
পার পাবে না কো, দেওয়ালে ঘোষণা: শেষ লড়াই–
বারুদে লাগালে আগুন যখন, পুড়ে হও ছাই।

দিকে দিকে আজ দুঃশাসনের ভিৎ পড়ো-পড়ো।
যুগসন্ধির মোড়ে মোড়ে ভুখা-নাঙ্গারা জড়ো–
শানানো কাস্তে, হাতুড়ির মুখে সোজা জিজ্ঞাসা
দুশো বছরের রক্ত শুষেও মেটে নি পিপাসা?

BANGLADARSHAN.COM

বজ্রনিনাদে ঘরে ঘরে আজ পৌঁছায় ডাক,
যেখানে যে আছে ময়দানে সব এক হয়ে যাক।
কড়াপড়া হাতে শিকল ভাঙার শপথ কঠিন।
আমাদের হবে কলকারখানা, জায়গাজমিন।

রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই।
ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই।
লাখো লাখো হাত এক হলে বলো পরোয়া কাকে?
আমাদের দাবী কে রোখে? কে রোখে লাল ঝাণ্ডাকে?

পনেরোই ফের আসবো

জেনো পনেরোই আগস্ট আবার আসবো।
দেখে নেবো কার বিচার কে করে
কে দেখে দলিলপত্র কার?
ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো যখন
বন্দীশালার দেয়ালও সকলে ভাঙবো
পনেরোই ফের আসবো।

রোখে পনেরোই আগস্ট সাধ্য কার?
আজ চব্বিশে জুলাই রুখতে পারলো?
পথে পথে বান ডাকলো যখন
ছাত্র-যুবক-চাষী মজুরের
কণ্ঠে গর্জে উঠলো–
ছাড়াতেই হবে বন্দীদের।
বজ্রের সেই আওয়াজ রুখতে পারলো?

BANGLADARSHAN.COM

যতদিন বীর বন্দীরা জেলে থাকবে–
শান্তি আমরা মানবো না।
মিছিলে সভায় দেয়ালে দেয়ালে
সকলের দাবী আমরা ধ্বনিত করবো।

লাল অক্ষরে লিখে রাখলাম পনেরোই
কিছুতেই কেউ ভুলবো না।
পনেরোই ফের আসবো।

এক আগস্টের সঙীনের ঘায়ে
বারুদের মত জ্বলেছিলাম।
শহরের পথে গ্রামে ও গঞ্জে
বন্দীশিবির আমরা ভাঙতে চেয়েছিলাম

এই আগস্টে আবার আমরা জ্বলবো–
কারায় কারায় লৌহ শিকল ভাঙবো

বন্ধ তালার চাবি কার হাতে,
কার ঘাড়ে কত মাথা আছে খুঁজে দেখবো
এই আগস্টে পনেরোই ফের আসবো॥

BANGLADARSHAN.COM

ময়দানে চলো

স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! যেখানেই থাকি, ময়দানে হবো সকলে সামিল আজকে
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! একবার লাখো হাত এক হোক, দেখে নেব পশুরাজকে।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! দোকানে কপাট, দপ্তরে চাবি, ট্রামবাসে চাকা বন্ধ।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! বিজলীর চোখ গেলে দাও, করো চৌরঙ্গীকে অন্ধ।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! ডাক্-তার-ভাই! টেলিফোন বোন, ভয় নেই,
পাশে আমরা
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! দুঃশাসনের পাঁজর খুলবো, গা থেকে খসাবো চামড়া।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! আর সব ডাক বন্ধ, একটি ডাক শুধু চালু থাকবে:
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! আগুনের মুখে একটি জবাব সকলে তৈরী রাখবে।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! একপাও পিছু হটবো না কেউ, করুক রক্তারক্তি।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! পথে পথে আজ মোকাবিলা হোক, কারদিকে কত শক্তি।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! সাদাকে করবো কালাপানি পার, তবে যুদ্ধের শান্তি।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! শৃঙ্খলে চিড় ধরে, ভিৎ টলে, মাথা উঁচু করে ক্রান্তি॥

BANGLADARSHAN.COM

স্ফুলিঙ্গ

রুখবে কে আজ চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার
বদ্ধ মুঠিতে বজ্র তৈরী, মিছিলে হাঁটি।
জমিজমা নেই, উপবাস পেশা, কেয়ার কার?
অগ্নিগর্ভ ভাষা আমাদের গানের ঘাঁটি।

একা নই, আছে সঙ্গে পাথুরে-পেশি হাজার।
হাতে হাতে বাঁধা, চড়া গলা, পায়ে জোর কদম,
দুচোখে প্রখর সূর্যপ্রহার; ভেঙেছে ভ্রম–
শত্রুর টুঁটি ছিঁড়বে এবার নখের ধার।

আমরা শহর বানাই, আবাদ করি ফসল
ফলে নেই হাত উপরি পাওনা পিঠ কুড়োয়।
মুমূর্ষু গ্রাম; বর্গীর ভয়ে প্রাণ জুড়োয়
পুঞ্জিত ক্রোধ, রক্তে হিংস্র জ্বলে অনল।

BANGLADARSHAN.COM

ঝড় আসন্ন, আকাশে মেঘের কুচকাওয়াজ,
আজ আমাদের মুঠোর নাগালে শুভ অশুভ;
পরোয়া করিনে দৈবকে, জানি বিজয় ধ্রুব;
উঁচু আশমানে ভাসে নিষিদ্ধ কথার ঝাঁঝ।

রুখবে কে আজ? চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার
ছুটে আসে যারা বঞ্চিত, কাঁধে কাঁধ মেলায়
হতাশ জীবনে ধরে হাতিয়ার, কেয়ার কার?
ওঠে আগুনের হলকা, ক্ষিপ্র ছুটে চলায়॥

ঘোষণা

এদেশ আমার গর্ব,
এ মাটি আমার কাছে সোনা।
এখানে মুক্তির লক্ষ্যে হয় মুকুলিত
আমার সহস্র সাধ, সহস্র বাসনা।
এখানে আমার পাশে
হিমাচল,
কন্যাকুমারিকা।
অলঙ্ঘ্য প্রাচীর ঐক্য
প্রতিজ্ঞা পরিখা।

দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ,
রক্তচক্ষু রাজার শাসন–
শকুনি বিশ্বস্ত বন্ধু,
মুঠোয় শিথিল সিংহাসন,
সর্বাঙ্গে চিহ্নিত মৃত্যু
শবের গলিত গন্ধ ছোটে।

প্রজাপুঞ্জ ওঠে,
আগুন লেগেছে ঘরে,
খরসূর্য মাথার উপরে।
ভাণ্ডারে উধাও খাদ্য,
শূন্য পেটে চাষবাস চুপ
কারখানায় পড়েছে কুলুপ।
দোকানে দ্বারস্থ অক্ষৌহিণী।
পিছনে করুণমূর্তি পথের কাহিনী।
গহনঅরণ্য আরাকান,
স্খলিত পায়ের ছন্দে
স্পন্দিত শ্মশান।
সর্বস্বান্ত চোখে পড়ে

BANGLADARSHAN.COM

বারবার হাতের শৃঙ্খল–
পলাতক প্রাণের সম্বল।

বিড়ম্বিত জীবনে আবার
কুরুক্ষেত্র করাঘাত করে।
পালাবার নেই কোন খিড়কির দুয়ার।
সম্মুখে প্রতীক্ষমাণ সবুজ প্রান্তরে
শায়িত বল্লম,
পায়ে পায়ে রুদ্ধগতি বিদ্যুৎ কদম,
ঘুম ভাঙে সম্মিলিত মুঠি,
অগ্নিবর্ণ চোখের ভ্রূকুটি
মুহূর্তে হারায় দম্ভ,
দর্প তার হয় কুটি কুটি।

গঙ্গার জোয়ারে এসে লাগে
ভল্গার তীরের স্পর্শ
চোখে নব সূর্যোদয় জাগে,
মুক্তি আজ বীরবাহু
শৃঙ্খল মেনেছে পরাভব,
দিগন্তে দিগন্তে দেখি
বিস্ফারিত আসন্ন বিপ্লব।

এখানে বিচিত্র স্রোত
মুক্তির একাগ্র লক্ষ্যে আসে,
আজকের তুরঙ্গ ইতিহাসে
দেশপ্রেম বল্গা ধরে।
পদক্ষেপ কেবলি চঞ্চল।
গ্রামে গঞ্জে শহরে বাজাবে
দুর্জয় সংকল্প নেয় হাজারে হাজারে।
মৃত্যুকীর্ণ পথে হই জড়ো,
নতুন জন্মের ডঙ্কা বাজে,
বেদনায় পৃথ্বি থরো থরো।

BANGLADARSHAN.COM

এদেশ আমার গর্ব
এ-মাটি আমার চোখে সোনা।
আমি করি তারি জন্মবৃত্তান্ত ঘোষণা।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM